গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো : ক্ষমতার উৎস

আকবার হোসেন*

সূচনা

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো সামাজিক বিজ্ঞান চর্চায় একটি বৃহৎ ও সুবিস্তৃত ধারণা। বাংলাদেশের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর মূল উৎস এবং ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্র চূড়ান্ত অর্থে গ্রামবাসী জনগণ। এর মাঝে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহনকারীদের অবস্থান দু'স্তরে বিন্যস্ত। প্রথমতঃ ক্ষমতাবান এবং দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতাহীন। ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার মূল একক ক্ষমতাহীনরাই, আবার ক্ষমতার চর্চাও হয় তাদের উপর। ক্ষমতাবানদের বলা যায় "মধ্যক্ষমতাভোগী"। কারণ উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বারা ব্যবহৃত হন তারা। তারা মধ্যক্ষমতাভোগী। প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে এ নিবন্ধে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও বিন্যাস, ক্ষমতার প্রত্যয়ন, ক্ষমতার ভিত্তি ও সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে।

প্রদত্ত নিবন্ধটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণা কর্মের অংশ বিশেষ[১] গবেষণা কর্মটি নৃবৈজ্ঞানিক মাঠ গবেষণা পদ্ধতি (Anthropological Field Research

---

*প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Method.) অবলম্বনে ভোলা জেলার দেবীরচর গ্রামে মাঠকর্মের (Fieldwork) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়ার্ড। রাজস্ব একক গ্রাম বা মৌজায় স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো। বিশৃংখলা, অশান্তি ও বিরুদ্ধবাদিতা দূরীকরণ থেকে শুরু করে যাবতীয় সামাজিক অপরাধ দমন ও অধঃস্তন শ্রেণীসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, ইত্যকার কাজে প্রশাসনের সহায়ক ও সম্পূরক তৎপরতায় লিপ্ত এ গ্রামীণ ক্ষমতা বলয়। গ্রামবাসী সাধারণ মানুষই ক্ষমতা কাঠামো ও গ্রামীণ সামাজিক সংগঠনের মূল একক। "বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবার ভিত্তিক কৃষিখামার ও আত্মীয় সম্পর্ক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো প্রবল বংশগুলোর নিয়ন্ত্রণে এবং প্রবল বংশের আধিপত্য উৎপাদনের উপায়ের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপকরণাদি আত্মসাতের উপর নির্ভর করে (জাহাঙ্গীর, ১৯৮২)[২]। এ ছাড়া বাংলাদেশের গ্রামগুলি মোটামুটিভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক গঠনের একক হিসেবে বিবেচিত। কেন্দ্রীয় বা জাতীয় ক্ষমতা কাঠামো বিদেশী পুঁজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এবং কেন্দ্র থেকে গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণের যে ইঙ্গিত রয়েছে সামাজিক বিজ্ঞান চর্চায় তা ক্রমশঃ আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে সমাজবিজ্ঞানীবর্গ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উৎসকে সনাক্ত করেছেন। ক্ষমতা কাঠামোর অবস্থানের কারণে গ্রামীণ সামাজিক অবয়ব একক বিশেষত্ব অর্জন করেছে। মুখার্জী চিহ্নিত করেছেন শ্রেণীভেদ ও মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় সম্পত্তিবান ও সম্পদহীনদের মধ্যে বিদ্যমান পরস্পর বৈরী সমাজ (মুখার্জী, ১৯৭৩)[৩]। বংশীয় নেতৃত্ব ধর্মীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব এ তিনটি নেতৃত্বের ধরণ উপস্থিতি চিহ্নিত করেছেন আমিনুল ইসলাম (ইসলাম, ১৯৭৪)[৪]। বার্টোসি গুরুত্ব দিয়েছেন বংশ মর্যাদাকে (বার্টোসি, ১৯৭৪)[৫]। আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনৈতিক শ্রেনীভেদ, সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের উপর (চৌধুরী, ১৯৮৩)[৬]। একইভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে ভিত্তি হিসেবে দেখিয়েছেন আমিরুল হক (হক, ১৯৭৮)[৭], অ্যারেন্স এবং ব্যুরদেন (১৯৮০)[৮]। তবে অ্যারেন্স ও ব্যুরদেন স্ট্যাটাস গ্রুপ

(Status group) এরও গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ক্ষমতা কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখিয়েছেন থর্প (১৯৭৮)[৯], হার্টম্যান ও বয়েস (১৯৮৩)[১০], আতিউর রহমান (১৯৮৮, ৮৯-৯০)[১১]। তবে আতিউর রহমান ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৮২)[১২] বিদেশী সাহায্য ও রাষ্ট্রীয় উপকরণ আত্মসাতের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে আত্মীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছেন জামান (১৯৭৯)[১৩], আরেফিন (১৯৮৬)[১৪] ও জেহাদুল করিম (১৯৮৭)[১৫] এবং আত্মীয়তা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাকে ভিত্তি হিসেবে দেখান এস. এম. নুরুল আলম (১৯৮৬)[১৬]। তিনি এ উপাদানদ্বয়কে পরস্পরনির্ভর বলে চিহ্নিত করেছেন। জেহাদুল করিম দেখান গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কেবলমাত্র কিছু কিছু উপাদানের পরিবর্তন হয় কিন্তু মূল কাঠামোর রূপ অপরিবর্তিত থেকে যায়[১৭]।

মোট কথা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর সুস্পষ্ট রূপ ও অবয়ব বিরাজমান। গ্রামভেদে এ কাঠামোর উপাদানের দু'একটির হেরফের হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তি সামাজিক নেতৃত্ব ক্ষমতা কাঠামো মূল ভিত্তি হিসেবে বিরাজমান। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় উপকরণ এবং কেন্দ্রীয় প্রভাব (বৈদেশিক পুঁজি নির্ভর হবার কারণে) ক্রমশঃ গুরুত্ব পাচ্ছে। ক্ষমতার প্রত্যয়নের ক্ষেত্রেও স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ভিন্নতর হচ্ছে। ক্ষমতার প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।

ক্ষমতা

ক্ষমতা একটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ধরন (Pattern of social relations) দ্বারা বিশিষ্টতা অর্জন করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমতাকে ব্যক্তির অবস্থানগত স্বার্থ, প্রভাব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণগত দিক থেকে প্রত্যয়ন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা (activities) ও ভূমিকা পালনের (role play) দিক থেকে চিহ্নিত করার প্রবণতা বেশী। গবেষণাধীন দেবীরচর গ্রামে ক্ষমতাকে প্রত্যয়ন করতে গিয়ে উত্তরদাতাগণ গুরুত্ব দিয়েছেন (১) "মানুষের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান, বিরোধ মীমাংসা, বিপদ আপদ ও ন্যায় অন্যায় দেখাশুনা করার বা তদারক করার সামর্থ্য" এটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রত্যেকেই ক্ষমতার প্রত্যয়নে বিষয়টি রেখেছেন। (২) " বুদ্ধি কৌশল ও শক্তি খাটিয়ে অন্যান্য মানুষদের প্রভাবিত ও পরিচালনা করার সামর্থ্য" এবং (৩) 'নিজের

স্বার্থ ও প্রয়োজনে যে কোন কাজ নিজের পছন্দ মাফিক করা ও করানোর সামর্থ্য"। এ প্রধান তিনটি দিক ছাড়াও "প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্য এবং "তার কথা অন্যান্যরা শোনে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সামর্থ্যে"-এর পক্ষে দু'একটি করে উত্তর এসেছে। ক্ষমতার প্রত্যয়নকে নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো-

সারণী-১ : ক্ষমতার প্রত্যয়ন

ক্ষমতার প্রত্যয়ন	উত্তর সংখ্যা	শতকরা হার
যাবতীয় কাজ কর্ম তদারক করার সামর্থ্য	২২	৫০
কৌশল ও শক্তি খাটানোর সামর্থ্য	১১	২৫
স্বার্থ ও পছন্দ মাফিক কাজ করানোর সামর্থ্য	৮	১৮
যে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্য	২	৫
শ্রোতা সৃষ্টি করার সামর্থ্য	১	২
মোট	মোট = ৪৪	১০০

উৎস ঃ মাঠকর্ম

ক্ষমতার এ প্রত্যয়নকে বিভিন্ন সামাজিক দল, দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদির পরিচালনা, দেখাশুনা ও তদারক, প্রভাব ও কর্তৃত্ব এ সবের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, সারণীভুক্ত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে যারা ক্ষমতাবান হিসেবে পরিচিত তাদের কর্তৃত্বাধীনরা নিজ নিজ কাঠামোর মধ্যেই ক্ষমতাকে প্রত্যয়ন করে। এ কারণেই গ্রামীণ সমাজ জীবনে নানাবিধ কর্মতৎপরতার সাথে যারা জড়িত এবং কাজকর্ম যারা তদারক বা দেখাশুনা করেন তাদের দেখাশুনা ও তদারক করার এ সামর্থ্যকে ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সকল উত্তরদাতাই। অর্থাৎ ক্ষমতা তদারকী সামর্থ্যের বিশিষ্টতা সম্পন্ন।

ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে দুটি ভাগ করেন প্রত্যয়নকারীগণ। প্রথমতঃ ক্ষমতাবান—যারা ক্ষমতার চর্চা করেন এবং দ্বিতীয়তঃ যাদের উপর ক্ষমতা চর্চা করা হয়। ক্ষমতাবানরা সকলে সমপর্যায়ের নন এবং সকলে সমমাত্রায় ক্ষমতা চর্চা করেন

না বা করতে পারেন না। তবে যে কাঠামোর মধ্যে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিকশিত হয় এবং যে সব উপাদান বিদ্যমান সেগুলোর সমন্বয়েই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর (Rural Power Structure) এর রূপরেখা তৈরী হয়। একটি ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ ও কর্মপ্রক্রিয়া তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ, সালিশ, পিতৃধারা, স্থানিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ইউনিয়ন পরিষদ ও উর্ধ্বতন প্রশাসন ভিত্তিক নেতৃত্ব, মালিক পরিবার, বাড়ী– এ গুলোই প্রধান।

ক্ষমতার ভিত্তি / উৎস

একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিসরে একটি গ্রামে যারা বসবাস করেন তারা প্রত্যেকেই ক্ষমতার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক থেকেই সংশ্লিষ্ঠ। তাদের এ সংশ্লিষ্টতা দু'স্তরের। যারা ক্ষমতার চর্চা ও প্রয়োগ করেন তারা ক্ষমতাবান এবং অন্যরা ক্ষমতাহীন যাদের উপর ক্ষমতার চর্চা করা হয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে প্রতিটি ব্যক্তিই কোনো না কোন দিক থেকে ক্ষমতাবান। গণ্ডী যার যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন ক্ষমতা চর্চার বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম পরিবর্তিত হয় না। কেবলমাত্র ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রের ভিন্নতা ঘটে। প্রক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকে। আবার একটি গ্রামে এককভাবে কোন ব্যক্তিকে সমগ্র গ্রামে একক কর্তৃত্ব করার অবস্থানে দেখা যায়নি। একক্ষেত্রে একজন যেমন ক্ষমতাবান, অন্যত্র তিনি আবার ক্ষমতাহীন এবং তার উপর ক্ষমতার চর্চা করা হচ্ছে। ফলে ক্ষমতার কাঠামোর পরিমণ্ডল যেমন বিশাল ও ব্যাপক, ক্ষমতা অর্জনের কারণও বহুবিধ। গবেষণাকৃত গ্রামে ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে উত্তরদাতাগণ চিহ্নিত করেছেন এমন বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ চারটি পর্বে ফেলা যায়। এগুলো হলো-

১। অর্থনৈতিক শক্তি বা অর্থবল (Economic power)
২। জনবল (Man power)
৩। আত্মীয়তা (Kinship)
৪। সমাজ নেতৃত্ব (Samaj leadership)

এগুলোকে বলা যায় ক্ষমতার মূলভিত্তি। এর যে কোন একটিকে দিয়েই কোনো ব্যক্তি গ্রামীণ সমাজে আংশিক ক্ষমতা চর্চা করতে পারে। তবে সামগ্রিক গ্রামীণ কাঠামো একক কর্তৃত্বের জন্য সবকয়টি উপাদানের সমন্বয় আবশ্যক। ক্ষমতার ভিত্তি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ভূমিমালিকানা, নগদ অর্থ, কর্মসংস্থান ও চাকুরী, মহাজনী অর্থঋণ এবং কৃষি ও অকৃষির সমন্বিত খাত। জনবল হিসেবে আঞ্চলিক অবস্থান, প্রতিবেশী ও নির্ভরশীলদের ব্যবহার, সন্ত্রাস ও সহিংসতা সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পেশীর যোগান থাকাকে বোঝানো হয়েছে। আত্মীয়তা হিসেবে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়তা, কাল্পনিক আনুষ্ঠানিক ও পাতানো সম্পর্কের আত্মীয়দের চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাজ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ইউ, পি, বংশ, উর্ধ্বতন যোগাযোগ, অতীত ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত গুণাবলী, রাজনৈতিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে ক্ষমতাবান হিসেবে স্বীকৃতির জন্য একক কোনো উপাদানের একাধিপত্য নেই। উত্তরদাতাগণ মনে করেন ক্ষমতাবানকে একাধিক উৎসের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে। উত্তরদাতাদের প্রায় সকলে একাধিক উৎসের উল্লেখ করেছেন। যেমন– 'খালি টেয়া অইলেই অয় না রক্তও লাগে" (শুধু টাকা হলেই হয় না রক্ত, ভাল বংশ ও বংশ মর্যাদা দরকার)।

গ্রামীণ পরিসরে ক্ষমতার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত উত্তর নিম্নের সারণীতে নিকটতম এককের অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হলো-

সারণী-২ ঃ ক্ষমতার ভিত্তি

ক্রমিক নং	ক্ষমতার ভিত্তি/উৎস	উত্তর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১	অর্থবল	১৭	৩২
২	সমাজ নেতৃত্ব	১৬	৩২
৩	আত্মীয়তা	১১	২১
৪	জনবল	৮	১৫
মোট		৫২	১০০

উৎস ঃ মাঠকর্ম

সারণী থেকে দেখা যায় যে উত্তরদাতাগণ অর্থনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে তুলনামূলক ভাবে বেশী (১৭টি উত্তর, ৩২%) দিয়েছেন। এরপর সমাজ নেতৃত্ব (১৬টি, ৩২%), সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়েছেন জনবল (১৫%)। আত্মীয়তার অবস্থান মাঝামাঝি (২১%)। আরেকটি বিষয় স্পষ্ট, যে কোন একক উপাদান ক্ষমতার ভিত্তি হতে পারে" এমন উত্তর আসেনি। কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা একক ক্ষমতাবান হবেন এ ধরনের উত্তর কোন উত্তরদাতা দেননি। ২২ জন উত্তরদাতা গড়ে ২টি উৎস বা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক উৎসের কথা বলেছেন। জনবল, আত্মীয়তা ও সমাজ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হয়েছে বেশী। নিম্নে পর্যায়ক্রমে ভিত্তিগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হলো-

ক্ষমতার ভিত্তি : অর্থবল

অর্থবলের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমি ও ভূ-সম্পত্তির মালিকানাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। অর্থনৈতিক শক্তির প্রধান ক্ষেত্রগুলি হলো (১) ভূমি মালিকানা (২) নগদ অর্থ উপার্জন (৩) কর্মসংস্থান ও চাকুরী (৪) মহাজনী ঋন দান ব্যবস্থা ও (৫) কৃষি ও অকৃষির সমন্বিত খাত। এ ক্ষেত্রে উত্তর দাতাগণ কোনো একটি উৎসকে একমাত্র হিসেবে দেখাননি। এদের পারস্পরিক সহযোগিতা সমন্বয় ও নির্ভরশীলতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভূমিমালিকানা (Land ownership) ঃ প্রধানত কৃষিভিত্তিক অঞ্চল হবার কারণে দেবীরচর গ্রামে ভূমি (জমি) গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি মালিক তার খোরাকী ও উদ্বৃত্ত উপার্জনের যে নিশ্চযতা পায় সেটা অন্য কেউ পায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার। প্রতি মৌসুমে মালিকের নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কিছু অর্থ পণ্যের সংস্থান হয় জমি থেকে। পর্যাপ্ত ভূমির মালিক এমন পরিবারগুলো– তাদের বর্গাচাষী, লগ্নী চাষী, মৌসুমী মজুর, দিন মজুর (বদলা)– এদের কাছে পায় ক্ষমতাবানের মর্যাদা এবং এদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার ও প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। বর্গাচাষী, মজুর তার মালিকের বিরুদ্ধাচারণ করে না তার অধঃস্তনতার কারণে। উদ্বৃত্ত পণ্যের অধিক লাভ (বিক্রয়, গুদামজাত/ গোলাজাত করে মূল্য বৃদ্ধির সময় বিক্রয়ের মাধ্যমে) ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কারণে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে জমি কেনার প্রবণতাই বেশী। আর্থিক নিরাপত্তা থাকার অর্থই হলো কারো উপর নির্ভরশীল সে

নয়। তার উপর কারো খবরদাররি করা কঠিন। আবার যারা তার আর্থিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল এবং সাহায্যপ্রার্থী তাদের উপর কর্তৃত্বের সুযোগ এখানেই। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী (দরিদ্র ও মাঝারী কৃষক, একদিকে নিজের খাদ্য চাহিদা পুরণ অন্যদিকে ক্ষমতাবান স্বচ্ছল ব্যক্তির কৌশলগত কোন দৃষ্টির শিকার হয়ে জমি হারাতে থাকে। এর পরিণতিতে তাদের নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে যায়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ক্ষমতাবানগণ প্রথমতঃ অস্বচ্ছলদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দ্বিতীয়তঃ তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এবং সর্বোপরি সামাজিক মর্যাদার স্তরে নিজের পরিবারকে উন্নীত করে।

দেবীরচর গ্রামে যাদের ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে অর্থনৈতিক শক্তি রয়েছে তাদের প্রথম ৬ জনের আর্থিক স্বচ্ছলতার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপঃ

১।	ভূমি মালিকানা	ঃ	৪ জনের
২।	নগদ অর্থ	ঃ	৪ জনের
৩।	কর্মসংস্থান ও চাকুরী	ঃ	১ জনের
৪।	মহাজনী অর্থ-ঋণ	ঃ	৩ জনের
৫।	কৃষি ও অকৃষির সমন্বিত খাত	ঃ	৩ জনের

প্রথম ৬ জন ক্ষমতাবানের প্রত্যেকের একাধিক আর্থিক উৎস রয়েছে।

ভূমি মালিকানাঃ সারণী থেকে দেখা যায় চারজন ক্ষমতাবানের অর্থনৈতিক উৎসের প্রধান ক্ষেত্র হলো ভূমি মালিকানা। এদের একজন ভূমি মালিকানা নগদ অর্থ ও সমন্বিত উপার্জনের মাধ্যমে বিরাটকায় অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে তুলেছে। এর ভিত্তিতে তার মহাজনী চরিত্র দেখা দিয়েছে। ফলে তিনি ক্ষমতায় বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছেন। নগদ অর্থের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই একজন ইউ, পি, সদস্য হয়েছেন। অপর একজনের নগদ অর্থ মহাজনী ধারায় অর্থ ঋণ দিয়ে উৎসাহিত করছে যা তার ক্ষমতার ভিত্তকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করছে।

নগদ অর্থ ঃ কৃষিজাত ও অকৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার মাধ্যমে যারা গ্রামীণ মন্থর অর্থনীতির মধ্যে চমক সৃষ্টি করেছেন এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন দেবীরচর গ্রামে তারা ক্ষমতাবান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানে জোর দিয়ে বলা যায় যে নগদ বিদেশী অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ ভোক্তা ও

গ্রহীতার উপর প্রভাব সৃষ্টি ও সমর্থন লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মহাজনী ঋণদান এক্ষেত্রে সহায়ক উৎস হিসেবে কাজ করে। সারণী-৩ এর ৪ জন ক্ষমতাবান ব্যক্তির এ উৎসটি রয়েছেন। এদর একজন ব্যবসা ও অপর দুইজন বিদেশী অর্থের সমাগমের কারণে ক্ষমতাবান হয়েছে। একজন ইউ,পি, সদস্য হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও চাকুরী ঃ এ উৎসটি প্রধানতঃ অন্যান্য উৎসগুলির সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সুবিধাজনক কোনো চাকুরী যার সাথে গ্রামবাসীদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ এবং উপার্জনের পরিমাণ পর্যাপ্ত হলে উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ, ঋণদান ও বিভিন্ন উপায়ে আর্থিক স্বচ্ছলতাকে বাড়িয়ে দেয়, এবং ক্ষমতাসীন করে।

মহাজনী অর্থ ঋণ ঃ মহাজন, ভূমি মালিক, নগদ উপার্জনকারী, যৌথ অর্থনৈতিক শক্তি ও চাকুরী যাদের আছে তাদের মত স্বচ্ছল ক্ষমতাবান। তিনি নির্ভরশীল, অস্বচ্ছল, দরিদ্র, মজুর ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণদানের মাধ্যমে প্রভাবিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতায় ব্যবহার করেন অতি সহজেই। এটি অর্থবলের প্রথম তিনটি ব্যবহারক সহায়ক প্রক্রিয়া ও শক্তি।

কৃষি ও অকৃষি খাতের সমন্বিত শক্তি ঃ একচেটিয়াভাবে ভূমি কিংবা নগদ উপার্জনের স্থলে এ দু'য়ের মিশ্র রূপ দেবীরচর গ্রামে ক্ষমতার অর্থনৈতিক উৎসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরিচিত। ভূমি ও তৎসহ অন্য একটি উপার্জন খাত যাদের রয়েছে তাদের এ পর্বে ফেলা যায়। মাঝারী ভূমি মালিকানা তৎসংগে ব্যবসা, চাকুরী, মহাজনী দাদন বা অন্য কোন আয়ের খাত যেমন আধুনিক প্রযুক্তি রাইসমিল, পাওয়ার ট্রিলার, ট্রাক্টর, ইত্যাদির মাধ্যমে আয় থাকলে গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারও ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে।

অকৃষি খাতের নগদ উপার্জন ও কৃষির উদ্ধৃত্ত উপার্জনের সবন্বয়ে যে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার ভূমি মালিক ধনী পরিবার বা ব্যবসায়ী ধনী পরিবারের চেয়ে গুণগত ও অবস্থানগত দিক থেকে মর্যাদাগত অবস্থায় পৌঁছতে পারে।

ক্ষমতার ভিত্তি : সমাজ নেতৃত্ব

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার উৎস হিসেবে 'সমাজ নেতৃত্ব' গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজ নেতৃত্ব একক উপাদান নয়, কতগুলি উপাদানের সমষ্টি।

সমাজে (বৃহত্তর সমাজে) কোনো একক নেতৃত্ব নেই যার কারণে সমাজে একজন মাত্র ক্ষমতাবান ব্যক্তির স্থলে বিভিন্ন দিক থেকে আসা একাধিক ব্যক্তির ক্ষমতাকে সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে। সমাজ নেতৃত্ব স্বাধীন কোন উপাদানও নয়। এতে অর্থবল ও আত্মীয়তার ক্ষেত্র বিশেষ প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং জনবলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছেন। সমাজ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা চর্চার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। এতে ব্যক্তির গুণাগুন ও অন্যান্য স্বার্থের সম্পর্ক ও সমর্থন থাকে। সমাজ নেতৃত্বের উপাদানগুলি হলো-

১। ব্যক্তির গুণাবলী- বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে কাজ করার দক্ষতা, কল্যাণ ও ত্রাণ মূলক কাজে দক্ষ সংগঠক, বক্তা ও সৎ হিসেবে পরিচিত।

২। অতীতে প্রভাবশালী ও পারিবারিক ঐতিহ্য-গুণীব্যক্তি, সালিশ, ধর্মীয় নেতা, অতীতে যাদের প্রভাবশালী, অভিজাত পারিবারিক মর্যাদা ও ঐতিহ্য।

৩। চাকুরী, ব্যবসা, বৈবাহিক ও অন্যান্য সূত্রে সরকারী, আধাসরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ, ব্যাংক ও অন্যান্য সাহায্য ও প্রকল্প কর্তাদের সাথে সম্পর্ক।

৪। ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্ব-প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃত্ব।

৫। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব-ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা, প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের স্থানীয় (একই গ্রামের) বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের নেতৃত্ব।

৬। বংশীয় নেতৃত্ব : বৃহৎ বংশ, বংশের ধনী ব্যক্তি, শহরে নিকট আত্মীয়, নিজ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা।

৭। আঞ্চলিক নেতৃত্ব : গ্রামের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পাড়া, মহল্লা ও অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজনে প্রতি অংশের নেতৃত্ব ইত্যাদি।

ক্ষমতার ভিত্তি : জনবল

এক্ষেত্রে আঞ্চলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নিয়ন্ত্রণ এবং নিকটতম জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বিস্তরন অনেকাংশে ভূমিকা রাখে। ক্ষমতাবানদের জনবলের ভিত্তি বা ধরন দেবীরচর গ্রামে প্রধানতঃ দুটি-(১) প্রতিবেশী ও (২) আত্মীয়তা। এছাড়া গৌণ হিসেবে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী, দল দ্বারা সহিংসতা ও ত্রাস সৃষ্টির সার্মথ্যকে চিহ্নিত

করা যায়। জনবলের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্তির প্রধান সূত্র হলো সন্ত্রাস ও সহিংসা সৃষ্টির ক্ষমতা এবং যে কোনো মুহূর্তে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটানো অথবা ঠেকানো (মোকাবেলা) করার সার্মথ্য। জনবলকে ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে সনাক্তকারী ৮ জন উত্তরদাতার ৫ জন (৬৩%) প্রতিবেশীর উপর ২ জন আত্মীয়দের উপর (২৫%) এবং একজন (১২%) দল বা গোষ্ঠী দ্বারা ত্রাস, সহিংসতা সৃষ্টি মোকাবেলার উল্লেখ করেছেন। কারণ হিসেবে প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক, বিপদ আপদ ও প্রয়োজনে জনশক্তি যোগান প্রতিবেশীর মধ্য থেকেই পাওয়া সহজ দেখিয়েছেন।

জনবলের ক্ষেত্রে আত্মীয়তাকে উত্তরদাতাগণ দেখেছেন নিকটতম আবাসিক আত্মীয় হিসেবে অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক এবং প্রতিবেশীর মধ্যকার আত্মীয় সম্পর্ককে। কারণ প্রয়োজনের সময়ে তাদেরকেই সহজে পাওয়া যায়। তবে প্রতিবেশী ও আত্মীয়তাকে পরস্পর বিছিন্ন করার চেয়ে এদের সম্পর্ক ও গুরুত্বের গুণগত দিকটিই বিবেচ্য। যে কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী ও কাছাকাছি বসবাসকারীরা মুলতঃ তার বংশীয় ও গোত্রীয় আত্মীয় হবার সম্ভাবনাই বেশী এবং দেবীরচর গ্রামে একই বংশের লোকদের পাশাপাশি বসবাস থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ জনবল হিসেবে প্রাপ্ত উৎসটি যদি সরাসরি অর্থ লেনদেন বা স্থানান্তরের সাথে জড়িত না থাকে তবে তা আত্মীয় পর্যায়ের প্রতিবেশীদের পর্যায়েই পড়ে কেননা জনবল কেবল স্থুল ক্ষমতা প্রদর্শনেই কার্যকর হতে দেখা যায়। কিন্তু দল বা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী দ্বারা ত্রাস দৃষ্টিমূলক জনবলে অর্থ ও স্বার্থ জড়িত থাকে।

ক্ষমতার ভিত্তি : আত্মীয়তা

গ্রামীণ ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার উৎস হিসেবে আত্মীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ নেতৃত্ব ও জনবলের সমন্বয় ঘটে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে। আত্মীয়তার ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো (১) বৃহৎ বংশের নেতৃত্ব (২) নিজ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও সমর্থন (৩) ধনী, শিক্ষিত, শহুরে ও পদমর্যাদাশীল ব্যক্তিদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্কে (৪) পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব লাভ (৫) উত্তরাধিকার ও আত্মীয়তার অন্যান্য ধরনের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন ও সমর্থন লাভ। এখানে আত্মীয়তা সম্পর্কের ধরন হিসেবে রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক, আনুষ্ঠানিক, কাল্পনিক ও পাতানো সম্পর্কের মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধনকে বুঝানো হয়েছে।

নিজ বংশের নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে যারা ক্ষমতা ও সমর্থন ল ভ করেন গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের অবস্থান অন্যান্যদের চেয়ে দৃঢ়। কার। তারা একদিকে নিজ বংশের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা ও কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, অন্যদিকে তাদের বংশের সাথে সম্পর্কিত যে কোন কাজে, সমস্যা সমাধান, বিরোধ মীমাংসায় তাকে ডাকা হয়। একটি বৃহৎ বা সংগঠিত জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সমর্থন ও সমন্বিত অবস্থান নিয়ে অন্য সকলের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর শক্তি হিসেবে ক্ষমতাবান হবার পথ রয়েছে। আত্মীয়তাভিত্তিক ব্যাপ্তি প্রথমতঃ নিজবংশ ও পরে সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শহরে অবস্থানরত আত্মীয়, সরকারী বা অন্যান্যক্ষেত্রে উচ্চ পদে আসীন আত্মীয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যাক্তিদের সাথে সম্পর্ক থাকলে ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবেশাধিকার সহজেই পাওয়া যায়। এছাড়া গ্রামের কিংবা বাইরের ধনী, জনবল সম্পন্ন ও সমাজে নেতৃস্থানীয় কোন আত্মীয়ের সুবাদে ক্ষমতাবান হওয়া যায়।

নিজ পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য, পারিপারিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, গ্রামীণ ক্ষমতা চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। উত্তরাধিকার সুত্রে সম্পত্তি অর্জন, এবং ঐতিহ্যবাহী অভিজাত পরিবার বা বংশের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ক্ষমতার সোপান। যে কোন দিক থেকে ক্ষমতাবানদের সাথে সম্পর্ক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমর্থন ও সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি মর্যাদার স্তরে উন্নীত হয়। আত্মীয়তা-ভিত্তিক ক্ষমতা অর্জন, ক্ষমতার চর্চা-বিষয়গুলোর সবকয়টিই দেবীরচর গ্রামে দেখা গেছে।

ক্ষমতার ভিত্তিসমূহের পারস্পরিক তুলনা

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় অবস্থানকারী ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে কোনো একটি উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে একক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়নি। দেবীরচর, গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিষ্ঠান ও ভিত্তি সমূহের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কোনো ক্ষেত্রেই একটি উপাদান, একটি মাত্র উৎস স্বাধীনভাবে সমগ্র গ্রামব্যাপি ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে না বরং প্রত্যেক ক্ষমতাবানের ক্ষেত্রেই একাধিক উপাদানের সমন্বিত রূপ পাওয়া যায়। অর্থবল, জনবল, সমাজনেতৃত্ব এবং আত্মীয়তা এ চারটি উৎসের পারস্পরিক সহাবস্থান ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার জন্য প্রযোজ্য। তবে এ সহাবস্থানের পূর্বে কোন উৎসের গুরুত্ব কতটা বেশী বা কোন উৎসের গুরুত্ব কতটা

তার ভিত্তিতে চারটি উৎসের দুইটিকে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন এবং দুটিকে নির্ভরশীল উৎস বলা যায়। স্বাধীন উৎস হলো অর্থবল ও আত্মীয়তা এবং নির্ভরশীল উৎস হলো সমাজ নেতৃত্ব ও জনবল। এ চারটি উৎসের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়।

সমাজ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অর্থবলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং আত্মীয়তার প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে। জনবলের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে জনশক্তির উৎস হিসেবে প্রতিবেশীকে বিবেচনায় আনলে অর্থনৈতিক শক্তির সবল ভূমিকা দেখা যায়। দেবীরচর গ্রামে নিকটতম ও দুরবর্তী আত্মীয়তা, আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রভৃতি একটি আঞ্চলিক ও আত্মগত সম্পর্ক স্থাপন করে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির পাশাপাশি আত্মীয়তার ভূমিকা প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনেতিক শক্তি অন্যান্য সকল উৎসের ক্ষেত্রেই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লে যে কোনো ক্ষমতাবানের পক্ষে স্বীয় অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক পরমুখাপেক্ষিতা প্রভাব ও সমর্থনকে ক্ষুণ্ন করে, মর্যাদার ভিত ভেঙ্গে দেয়। এখানে উর্ধ্বতন ও অধীনস্থ সম্পর্ক প্রভাব সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন ধনী ব্যক্তি যে পারিবারিক মর্যাদা ভোগ করে ধনী পরিবারের সন্তানও অধীনস্তদের কাছে একই মর্যাদা ভোগ করে। এখানেই উত্তরাধিকার, পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশগত ধারার সমান্তরাল অবস্থান লক্ষণীয়। অপরপক্ষে একজন দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষমতার সিঁড়িতে পা রাখার প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন। স্বচ্ছলতা অর্জন না করা পর্যন্ত ক্ষমতাবান হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। অর্থনৈতিক শক্তি, অর্থাৎ স্বচ্ছল ব্যাক্তিকে ক্ষমতা কাঠামোতে অবস্থান দিতেই হয়। গ্রামে তার আধিপত্যকে অনেকে মেনে নিতে বাধ্য, বিশেষ করে অধীনস্তগণ। ধনী পরিবার, ধনী চাষী, মহাজন, পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানমূলক উপার্জনের সাথে ব্যক্তি, চাকুরীজীবি, মালিকশ্রেণীর একচেটিয়া প্রভাব তাদের অধীনস্তদের উপর। অধীনস্তগণ কখনোই নিজ মালিক ও শ্রেণীর বিপক্ষে যায় না। এ উর্ধতন অবস্থান গ্রামের অন্যান্যদের উপরও তার প্রভাব বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। সক্ষম ব্যক্তির অধিনস্ত কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন থেকে শুরু করে বিরুদ্ধবাদিতা পর্যন্ত যাবতীয় কাজে মালিকপক্ষকে অবহিত করা হয়। এর ফলে মালিকের শ্রেণী সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন। এ অবস্থান সৃষ্টির জন্য তাকে নিজ অধীনস্তদের ব্যবহারের কৌশলগত দক্ষতাই বেশী কাজে লাগাতে হয়।

অর্থনৈতিক শক্তি অর্থবল একদিকে একজন ক্ষমতাবানের ক্ষমতা অর্জনের ব্যক্তিগত উৎস হিসাবে কাজ করে অন্যদিকে জনবল সৃষ্টিতে সহায়তা করে, নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে নেয় এবং বিস্তৃত ও উচ্চতম শ্রেণীর সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। বিত্তশালী ব্যক্তির অধীনস্তগণ প্রয়োজনে তাকে জনবলের সুযোগ দেয়। সমাজ নেতৃত্ব ক্ষেত্রবিশেষে জনবল এবং ক্ষেত্রবিশেষে আত্মীয়তার সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রভাব মোটামুটি সমাজ নেতৃত্ব যেহেতু উর্ধতন অধীনস্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে না সে কারণে এটি কেবল অ-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী থাকে। সামাজিক অপরাধ দমন, বিচার সালিশী করা, বিরোধ মীমাংসা, অনুষ্ঠান পরিচালনা, সামাজিক উৎসবাদি পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজ নেতৃত্ব ভুমিকা রাখে। জনবল একদিকে অর্থনৈতিক শক্তির উপর দাড়িয়ে থাকে অন্য দিকে অর্থনৈতিক শক্তির অর্জনে সহায়তা করে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে জনবল প্রধানতঃ ভীতিকর, কেবল মাত্র দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমেই জনবলের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জনবলের বহিঃপ্রকাশে মুখ্য অংশগ্রহণকারী প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়রা বিভিন্ন দল বা গ্রুপ যেমন-তরুণ, টাউট, বখাটে যুবক এরা সন্ত্রাস সহিংসতা ও ত্রাস সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। ক্ষমতার পরস্পর সম্পর্কিত এ উৎসগুলির মধ্যকার সম্পর্ক গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পরিসরে এমন ভাবে সম্পর্কিত যে এর একটি অপরটির সম্পুরক এবং পরস্পর প্রভাবক একে নিম্নোক্ত ভাবে দেখানো যায় :

সারণী ৩ : ক্ষমতার ভিত্তিসমূহের পারস্পারিক সম্পর্ক ও প্রভাব

ক্ষমতার উৎস সমূহ	যে সব উৎসকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে	যে সব উৎসকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে
আত্মীয়তা	অর্থনৈতিক শক্তি, সমাজ নেতৃত্ব, জন বল	–
অর্থবল	সমাজ নেতৃত্ব, জন বল	আত্মীয়তা
সমাজ নেতৃত্ব	জনবল	আত্মীয়তা
জনবল	অর্থনৈতিক শক্তি	সমাজ নেতৃত্ব

এখানে প্রথম কলামে উৎসগুলিকে প্রভাবক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ডানদিকে প্রত্যেক কলামে উৎসগুলির যে কোন একটি অন্যগুলির উপর যে প্রভাব ও ফলাফল নিশ্চিৎ করে বা করতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে প্রভাবের মাত্রার ভিন্নতা স্পষ্ট করে তুলে ধরা সম্ভব। যেমন অর্থবল, সমাজ নেতৃত্বের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে এবং সরাসরি সম্পর্কিত কিন্তু সমাজ নেতৃত্ব অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে না এবং প্রভাব বিস্তার করে না। সেখানে অর্থনৈতিক শক্তির উপর সমাজ নেতৃত্বে প্রভাব পরোক্ষ অর্থাৎ অর্থের প্রভাব সমাজ নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ কিন্তু অর্থের উপর সমাজের নেতৃত্বের প্রভাব পরোক্ষ। আবার অর্থবল জনবলের নির্ধারক ও ভূমিকা নির্ধারণকারী। বিপরীতক্রমে জনবল অর্থবলের প্রভাব সহায়ক শক্তি। দেবীরচর গ্রামে জনবলে অগ্রগামী ব্যক্তিগণ অর্থ উপাজনের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থবল ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিভিন্ন রকম। অর্থবলের দ্বারা আত্মীয়তা সম্পর্কের ধরন নির্ধারিত হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন– বিয়ে; বংশমর্যাদা সম্পন্নদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আত্মীয়তার উপর অর্থবল প্রভাব খাটাতে পারে না। কেবল মাত্র অস্বচ্ছল আত্মীয়দের ক্ষেত্রে অর্থবলের চেয়ে আত্মীয়তার বন্ধনকে বেশী গুরুত্ব দেয় উভয় পক্ষের আত্মীয়গণ। আবার আত্মীয়তার দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে ফলাফল দাড়ায় উল্টো অর্থাৎ অর্থের উপর আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রভাব ও সম্পর্ক দুটোই প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী। এর অন্যতম কারণ হলো সম্পত্তি অর্জন ও মালিকানা স্বত্বের যে বিধি বিধান তা আত্মীয়তা সংশ্লিষ্ট। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক পুত্র কন্যাগণ। এ ভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বন্টন ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক শক্তির উপর আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

একই অবস্থা অর্থাৎ সম্পর্ক ও প্রভাবের ভিন্নতর রূপ সৃষ্টি হয় সমাজে নেতৃত্ব ও জনবলের ক্ষেত্রে। সমাজ নেতৃত্ব জনবলের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে কিন্তু জনবল সমাজ নেতৃত্বের উপর অনুরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। জনবলের ভীতিকর অবস্থা আতংক সৃষ্টি করে কিন্তু মর্যাদায় উন্নীত করে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে রাখে। জনবলের দ্বারা অর্জিত অর্থনৈতিক শক্তি ক্ষমতা কাঠামোর কোন ব্যক্তি অবস্থান নিশ্চিত করা একটি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ তার গ্রহণযোগ্যতার সাথে ক্ষমতা কাঠামোতে অবস্থানের বিষয়টি সরাসরি জড়িত। একই ভাবে সমাজে নেতৃত্বের উপর আত্মীয়তা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।

আত্মীয়তা সম্পর্ক ও আত্মীয়দের অবস্থান নির্ধারণ করে দেয় সমাজ নেতৃত্বের ধরন(কোন কোন ক্ষেত্রে)। বৃহৎ বংশ ও আত্মীয়তা বন্ধনযুক্ত ব্যক্তি নিজ জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সমর্থন লাভে সহজেই সক্ষম হয় এবং ক্ষমতা কাঠামোতে অবস্থান নিতে পারে। কিন্তু সমাজ নেতৃত্বে অবস্থানকারী কেউ ইচ্ছা করলেই আত্মীয়তা সম্পর্কের উপর কোনরূপ প্রভাব খাটাতে পারে না। কারণ এখানে নেতৃত্বের চেয়ে সম্পর্কটাই গুরুত্বপুর্ণ এবং মুখ্য। তবে আত্মীয়তা সম্পর্কের অবস্থানটাকে ব্যবহার করে অন্য কোন স্বার্থ হাসিল করতে পারে। আত্মীয়তা সমাজ নেতৃত্ব ছাড়াও জনবলের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। জনবল সৃষ্টির প্রথম ভিত্তিদ্বয় হলো প্রতিবেশী ও আত্মীয়তা। বিশেষ কোন দল বা গ্রুপ না থাকলে এ উৎসদ্বয় ছাড়া জনবল তৈরী সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, দেবীরচরসহ বা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেরই একটি সাধারণ বিশেষত্ব আছে, তা হলো একই বংশ বা জ্ঞাতিগোষ্ঠির লোকজন একই বাড়ীতে, পাশাপাশি বাড়ীতে বা গ্রামে বাস করে। ফলে প্রতিবেশীদের মধ্যে আত্মীয়তার শিকড় বিদ্যমান থাকে। এদিক বিবেচনায়ও জনবলের একটি প্রধান উৎস আত্মীয়তা। কিন্তু আত্মীয়দের উপর জনবলের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। এমন কি এক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রভাবও অতি দুর্বল। তবে একই আত্মীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে তুলনামুলক ভাবে অধিক জনবল সম্পন্ন আত্মীয়ের অনুকূলে ফলাফল চলে যায়। সেখানে আত্মীয়তাভিত্তিক জনবলের (ক্ষেত্র বিশেষ গোষ্ঠী ও দলগত জন বলের) প্রভাব দৃষ্ট হয়।

অর্থবল ও আত্মীয়তার পারস্পরিক প্রভাব ও সম্পর্ক ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে উপাদান গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেছে এবং যে কারণে একজন পরিবার প্রধান তার পরিবারের স্বচ্ছলতা ও আর্থিক নিরাপত্তা খোঁজে তারই মূলে রয়েছে পরিবারের সাথে ঐ ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক-আত্মীয়তা। আবার আত্মীয়তার মূল কাজ করছে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। যার কারণে বিয়ে বা কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমমর্যাদার ও সমান স্বচ্ছলতা সম্পন্ন পরিবার খুঁজেছে দুপক্ষ। উভয় ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাবক ও সহায়ক ভুমিকার ব্যাপারটি পরিমাণ গত নয় গুণগত।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এ রূপ ও অবয়ব সৃষ্টি হয়, যার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ক্ষমতার উৎস বা ভিত্তি সমূহ, তৈরী করেছে ক্ষমতা,

ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশও ঘটছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানই ক্ষমতা চর্চার মাধ্যম। এ কাঠামোর প্রথম উৎস গ্রামবাসী মানুষ এবং চর্চার শেষ ক্ষেত্রেও গ্রামবাসী মানুষ। ক্ষমতাবানদের অবস্থান মধ্যখানে। অর্থনীতিতে এ ধরনের অবস্থানকারীদের বলা হয় মধ্যস্বত্বভোগী ক্ষমতা ও গ্রামীণ রাজনীতির ব্যাখ্যায় এদের মধ্যক্ষমতাভোগী বলা যায়। নীচে একটি ডায়গ্রামের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এ বিন্যাসকে দেখানো হলো–

ছক – ৫ : গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বিন্যাস

পর্ব	বিন্যাস			
মূল সংগঠক	গ্রামবাসী (জনগণ)			
ক্ষমতার উৎস/ভিত্তি	অর্থবল ১. ভূমি মালিকানা ২.নগদ অর্থ ৩. কর্মস্থান ও চাকুরী ৪. মহাজনী ঋণ ৫. কৃষি-অকৃষির সমন্বিত খাত	সমাজ নেতৃত্ব ১. ইউনিয়ন পরিষদ ২. ব্যক্তিগত গুণাবলী ৩. পারিবারিক ঐতিহ্য ৪. বংশীয় নেতৃত ৫. উর্ধ্বতন যোগাযোগ ৬. রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃত্ব	জনবল ১. প্রতিবেশী ২. নিকটাত্মীয় ৩. বিশেষ দল বা গোষ্ঠী (গ্রুপ)	আত্মীয়তা ১. বৃহৎ বংশীয় নেতৃত্ব ২. জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সমর্থন ৩. পারিবারিক ঐতিহ্য ৪. উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি অর্জন ও নেতৃত্ব ৫. ধনী ও শহুরে আত্মীয়
ক্ষমতা	১. যাবতীয় কাজকর্ম তদারক করা ২. কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ ৩. স্বার্থ ও পছন্দ মাফিক কাজ করানো ৪. যে কোনো কাজে হস্তক্ষেপ, শ্রোতা সৃষ্টি ও অন্যান্য			
মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠান	১. পরিবার ২. বাড়ি ৩. সমাজ ৪. সালিশ ৫. মালিক		৬. পিতৃধারা ৭. রাজনৈতিক দল ও স্থানিক নেতৃত্ব ৮. ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন	
ক্ষমতা চর্চার প্রক্রিয়া	ক্ষমতা চর্চার প্রক্রিয়া ও কৌশল			
ক্ষমতা চর্চার চূড়ান্ত ক্ষেত্র	গ্রামবাসী (জনগণ)			

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো গ্রামীণ ক্ষমতা গড়ে ওঠে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দ্বারাই। তাদের কেউ কেউ ক্ষমতাবান এবং বাকীরা ক্ষমতাহীন। তবে কোনো ব্যক্তিই সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান নন। কোন ক্ষেত্রে একজন ক্ষমতাবান হলে অন্য ক্ষেত্রে তিনি

ক্ষমতাহীন অর্থাৎ এক স্থানে তিনি ক্ষমতা চর্চা করেন এবং অন্য স্থানে তার উপর চর্চা করা হয়। ক্ষমতা চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে নিহিত। প্রত্যেকেই মনে করে ক্ষমতাবান হওয়া মানে এক অর্থে নিজের নিরাপত্তা থাকা। ফলে ক্ষমতাবান হাবার উদ্দেশ্য কেবল উৎপাদন ও অর্থনৈতিক শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করাই নয় বরং গ্রামীণ পরিবেশে। গ্রামীণ সামাজিক পরিমণ্ডলে নিজেকে, নিজের পরিবারকে মর্যাদাবান করে তোলা। ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এ বিন্যাসের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এবং এর পরিণতি হচ্ছে কোনো কোনো উৎস, প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতাবানের পরিবর্তন। আভ্যন্তরীণ উপাদান এ ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন ঘটায় তেমনি আরোপিত ও বহিঃস্থ কিছু নিয়ামক তৎসংগে জড়িত। ক্ষুদ্রা মাত্রায় এবং পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর বিভিন্ন পর্বে পরিবর্তনের কারণে সামগ্রিক ক্ষমতা কাঠামোতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কিন্তু সর্বদাই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো একটি কাঠামো ও বিন্যস্ত অবয়ব নিয়ে বর্তমান।

তথ্যপঞ্জী

১. হোসেন, মোঃ আকবার, ১৯৯১ :

আত্মীয়তা ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্ক ঃ একটি গ্রামে সমীক্ষন গবেষণা অভিসন্দর্ভ। নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার ঢাকা।

২. Jahangir, B. K.,1982

Rural Society, Power Structure and Class Practice, Css, Dhaka.

৩. Mukherjee, R. K., 1971

Six Villages of Bengal, Popular Prakashan, Bombay (1971)

৪. Islam, A. K. M. Aminul, 1974

A Bangladesh Village : Conflict and Cohesion-An Anthropological Study of Politics, Sch. Pub. Co., Cambridge,

৫. Bertocci, Peter J., 1974

Rural communities in Bangladesh : Hajipur and Tinpara, in C. Maloney (ed), South Asia : Seven Community Profile, Holt Rinehart and Winston Inc. New York.

৬. চৌধুরী, আনোয়ার উল্যাহ, ১৯৮৩

বাংলাদেশের একটি গ্রাম : সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধারা। এসোসিয়েট বুক কোম্পানী, ঢাকা

৭. Huq, M. Amirul, 1978

Exploitation and the Rural Poor : A Working Paper on the Rural Power Structure, BARD, Comilla

৮. Arens, J. and Bourden J. V.,1980

Jhagrapur : Poor Peasants and Women in a village in Bangladesh, Gonoprakashani, Dhamrai, Dhaka.

৯. Throp, 1978

Power Among the Farmers of Dripalla, Caritas, Dhaka.

১০. Hartmann, B, and Boyce, J., 1983

A Quiet Violence-View from Bangladesh village, The Universty Press Limited, Dhaka

১১. রহমান, আতিউর, ১৯৮৮

গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-২৯, আগষ্ট ১৯৮৮, সনিকে, ঢাকা

১২. প্রাগুক্ত

১৩. Zaman, M. Q. 1979

Politics and Factionalism in a Bangladesh village. NFRHRD, Dhaka Bangladesh

১৪. Arefeen, H. K. 1986

Changing Agrarian Structure in Banagladesh : Shimulia, a study of a Periuraban Village. CSS, Dhaka

১৫. Karim, A. H. N. Zahedul, 11987

The Pattern of Rural Leadership in an Agrarin Society : A case study of the Changing Power Structure in Bangladesh, An unpublished Ph. D. Thesis, Syracuse University, USA.

১৬. Alam. S. M. Nurul, 1986

A new look at the dynamics of social and political structure

in Bangladesh. The Asian Profile, Vol. 14, No-2, April 1986

১৭. প্রাগুক্ত